ঐক্য, সংহতি ও জমঈয়ত

আল্লামা ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী (রাহি.)

ঐক্য, সংহতি ও জমঈয়ত

الوحدة والتضامن والجمعية

Unity, Solidarity and Jamiyat

এম, এ, বারী কর্তৃক
আল্ হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ
৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ-১৪১৯ হিজরী
জুলাই-১৯৯৮ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশঃ জুন ২০২১ ইং
শাওয়াল ১৪৪২ হিজরী

হাদিয়াঃ ১৫ টাকা মাত্র।

পুনর্মুদ্রণ ও পরিমার্জন
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪

Oikko, Sanghoti O Jamiyat
Dr. Muhammad Abdul Bari (May Allah mercy upon him)
Published by: Al Hadith Priniting & Printing House, Dhaka
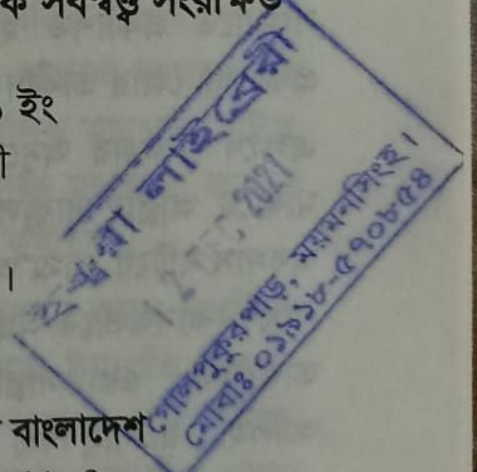
আমাদের কথা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ আবদুল বারী বিগত ২৪শে এপ্রিল, ১৯৯৮ শুক্রবার ময়মনসিংহ সফর করেন। অন্যান্যদের মধ্যে আমিও সেদিন তাঁর সফরসঙ্গী ছিলাম। মুহতারাম সভাপতি সাহেব ময়মনসিংহ জেলা জমঈয়তের কেন্দ্রীয় মসজিদ ময়মনসিংহ শহরস্থ গোলপুকুরপাড় আহলে হাদীস জামে মসজিদে জুমু'আর নামায আদা করেন। সাধারণভাবে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি এবং বিশেষ করে আহলে হাদীসদের মধ্যে ইত্তিহাদ ও ইত্তিফাক এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি একটি হৃদয়স্পর্শী খুৎবা প্রদান করেন। জুমু'আর নামাযের পর জমঈয়তে আহলে হাদীসের অটুট ঐক্যে ফাটল ধরানোর মানসে বিশেষ মহল থেকে যেসব অপপ্রচার করা হচ্ছে সেগুলো যে কতটা ভিত্তিহীন, কুৎসামূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা তিনি দলিল-প্রমাণসহ সকলকে অবহিত করেন। তাঁর এই খুৎবা ও ভাষণের একটি বিবরণ সাপ্তাহিক আরাফাতের ৩৯ বর্ষ ৩৭ ও ৩৮ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়। ফলে বিভিন্ন স্থান থেকে এটা পুস্তিকাকারে প্রকাশের জোর তাকীদ আসতে শুরু করে।

এক্ষণে সকলের অনুরোধে এটা আলাদাভাবে প্রকাশ করা হলো। এর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের মাঝে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে জামা'আত ও জমঈয়তকে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের পথে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হবার তওফীক দান করুন, ওয়া হুয়া ওলিয়্যুত তাওফীক। ওয়া সাল্লাল্লাহু 'আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া সাহ্‌বিহী আজমা'ঈন।

মুহাম্মদ যিল্লুল বাসেত

২০ শে মে, ১৯৯৮

সহযোগী সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ঐক্য, সংহতি ও জমঈয়ত

জমঈয়ত সভাপতি আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল বারী বিগত ২৪শে এপ্রিল ১৯৯৮ শুক্রবার ময়মনসিংহ সফর করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহযোগী সেক্রেটারী জেনারেল ও গাজীপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি মাওলানা যিল্লুল বাসেত, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের কনভেনর মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, জমঈয়তের কেন্দ্রীয় ইয়াতীম খানার অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল ইসলাম এবং জমঈয়তের প্রবীণ কর্মী আলহাজ্জ আবদুল ওয়ারেস। ময়মনসিংহে তাঁদের সাথে যোগদান করেন মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়ার শিক্ষক মাওলানা মুফায্যাল হুসাইন।

সকাল ৮টায় সড়ক পথে ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে মুহতারাম সভাপতি বেলা ১১টায় ময়মনসিংহ পৌঁছেন। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কার্যকরী কমিটির বিশিষ্ট সদস্য, ময়মনসিংহ জেলার প্রবীণ জমঈয়ত নেতা, মারহুম আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফীর সহকর্মী এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্জ মালিক মুহাম্মাদ সাঈদ, জেলা জমঈয়ত আহ্বায়ক কমিটির কনভেনর আলহাজ্জ মাওলানা আবদুর রহিম সালাফী এবং অন্যান্য প্রবীণ ও নবীন নেতৃ ও কর্মীবৃন্দ।

ময়মনসিংহ জেলা জমঈয়তের মসজিদ–গোলপুকুরপাড় জামে মসজিদে তিনি জুমু'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং জামা'আতে ইমামতি করেন। খুৎবায় তিনি সুরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াত (ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামীআঁও ওলা তাফার্‌রাকু ....) কে কেন্দ্র করে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। ইসলামে মুসলিম ঐক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতার প্রতি যে গুরুত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে তাকীদ প্রদান করেছেন তিনি তার

বিশদ উল্লেখ করেন। সেইসাথে আল-কুরআন ও হাদীসে নববীতে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি এবং ঐক্যবিরোধী তৎপরতাকে যে কঠোরভাষায় ভর্ৎসনা ও নিষেধ করা হয়েছে তিনি তাঁর খুৎবায় তা স্পষ্ট করে উপস্থাপন করে অনৈক্য ও দলাদলির কারণে যুগে যুগে মুসলিম উম্মৎ কীভাবে দুর্বল ও বিপদগ্রস্ত হয়েছে ইতিহসের পাতা থেকে তার উদাহারণ পেশ করে আমাদেরকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দান করেন। তিনি আহমদ ও তিরমিযি থেকে সেই বহুবিশ্রুত হাদীসটির উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা পেশ করেন যেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ প্রদান করছিঃ (১) জামা'আতভুক্ত হওয়া (২) নেতার আদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা (৩) নেতার আনুগত্য করা (৪) (স্বাধীনভাবে ইসলামী মতাদর্শ মত জীবন পরিচালনায় বাধাগ্রস্থ হলে) হিজরত করা এবং (৫) আল্লাহর পথে জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে বিঘত পরিমাণও বাইরে গেল সে নিশ্চিতরূপে তার স্কন্ধদেশ হ'তে ইসলামের বন্ধনকে খুলে ফেলল যতক্ষণ না সে আবার জামা'আতে প্রত্যাবর্তন করে। আর যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের ব্যক্তিতন্ত্র ও গোত্রপ্রীতি ইত্যাদির প্রতি আহ্বান জানাবে সে হ'বে জাহান্নামী, যদিও সে রোযা রাখে, সালাত পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে।

নিকট অতীতে এ দেশের আহলে হাদীসরা কীভাবে বহুধা বিভক্ত হয়ে নিজেদেরকে দুর্বল করে ফেলেছিল এবং সেই বিভক্ত আহলে হাদীসরা কীভাবে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী (রাঃ) এর অক্লান্ত প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও দূরদৃষ্টির ফলে জমঈয়তে আহলে হাদীসের পতাকাতলে সমবেত হয়ে নিজেদেরকে সংহত ও শক্তিশালী করতে সমর্থ হয়েছে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি ময়মনসিংহের সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইদের সেই ভয়ঙ্কর পরিণাম থেকে সাবধান করেন যার কারণে বল্লা জামা'আত বা আস্কারিয়া পাড়া জামা'আত আবার সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে অথবা গোবিন্দগঞ্জ-মহিমাগঞ্জের গুলিয়ার মাঠে পুলিশের তদারকিতে আহলে

হাদীসদের আবার পীরী-সরদারীর অভিশাপে একের পর এক চারবার আলাদা আলাদা ঈদের জামা'আত আদা করতে হয়।

তিনি জিহাদের সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে নবী করীম (সাঃ) এর সেই বিখ্যাত বাণী স্মরণ করেন যে, যারাই জিহাদে যোগদান করে তারাই মুজাহিদ নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা, অর্থ উপার্জন করা বা খ্যাতি অর্জনের জন্য যারা অস্ত্র ধারণ করে তারা প্রকৃত জিহাদী নয় বরং প্রকৃত মুজাহিদ সে-ই যে আল্লাহর দীনকে কায়েম করার জন্য সংগ্রাম করে। অনুরূপভাবে আজ যারা ধর্মব্যবসায়ী সেজেছেন তাদের সম্পর্কেও আহলে হাদীস তথা মুসলিম উম্মতকে হুশিয়ার ও সতর্ক থাকতে হবে তারা যেন কারও ব্যক্তিগত উচ্চাশা চরিতার্থ করার ইন্ধনে মাত্র পরিণত না হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ও তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দীনের প্রকৃত সেবক হবার ও খাঁটি অনুসারী হবার তওফীক দান করুন!

জুমুআর সালাত শেষে জেলার বিভিন্ন ইলাকা হতে আগত নেতৃ ও কর্মীবৃন্দের সাথে মুহ্তারাম সভাপতি মতবিনিময় করেন। সম্প্রতি কতিপয় নেতৃত্বকামী, উচ্চাভিলাষী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি কর্তৃক জমঈয়ত সম্পর্কে সাধারণ ভাইদের মনে সন্দেহ ও বিরূপ ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচারিত কুৎসা ও গীবতকে কেন্দ্র করে খোলামেলা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথমে ময়মনসিংহ জেলা জমঈয়ত কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ইউসুফ সূরা আল-হুজুরাতের দ্বাদশ আয়াত পাঠ করে এর তরজমা পেশ করেন। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন : "হে মুমিনগণ, তোমরা বহুবিধ ধারণা ও অনুমান হইতে দূরে থাক; কারণ (ভিত্তিহীন) অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। এবং তোমরা একে অপরের সম্পর্কে 'জাসুসী' বা ছিদ্রান্বেষণ করিওনা এবং একে অপরের পশ্চাতে 'গীবত' করিওনা তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করিবে? বস্তুত, তোমরা তো ইহাকে ঘৃণ্যই মনে করিবে। এবং আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

করত তবে তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার তরফ থেকে তার পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।"

সভাপতি মহোদয় মাওলানা ইউসুফ খান এবং মাওলানা যিল্লুল বাসেত সাহেবানকে তাঁদের উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি হামদ ও নাতের পর বলেনঃ 'ইস ঘরকো আগ লাগি ইস ঘরকে চেরাগ ছে। আমাদের ঘরে আমরা নিজেরাই আগুন লাগিয়েছি। অবস্থার এতদূর অবনতি ঘটেছে যে, কতিপয় বিভ্রান্ত, মতলববাজ এবং না-শোকর-গোযার লোক এমনকি উপমাহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, সংগঠক, জামাআতে আহলে হাদীসের অবিসংবাদিত নেতা এবং জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মরহুম আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী সম্পর্কে যবান ও কলম দারাযি করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। এদের অপতৎপরতা সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হয়ে জমঈয়তের মরহুম সেক্রেটারী প্রখ্যাত লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক মাওলানা আব্দুর রহমান (তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহেরই কৃতীসন্তান) লিখতে বাধ্য হয়েছিলেনঃ "সবচাইতে মারাত্মক, সবচাইতে ভ্রমাত্মক, সবচাইতে বিভ্রান্তকর এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক মন্তব্য করা হয়েছে পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও সাংগঠনিক শক্তির সেই বিরল প্রতিভা ও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের প্রতি যাঁর নাম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরাইশী।" এরা জমঈয়ত ও জামা'আতের ঐক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী বরং এরা এ কথা বলতে, লিখতে ও প্রচার করতে এক রকম বিকৃত আনন্দ অনুভব করে যে, জামা'আত অতীতে কত ভাগে বিভক্ত ছিল এবং এখন তাদের 'ফয়যে আবার কত ভাগে বিভক্ত হতে যাচ্ছে।

জমঈয়ত সভাপতি সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলিকে জানান যে, গুটিকয়েক ব্যক্তি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে জমঈয়ত দরদী ভাই-সাহেবানের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি ম্লান ও বিতর্কিত করতে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে তাদের এই হীন অপপ্রয়াস অব্যাহত রেখেছে এবং দেশে ও বিদেশে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগে ভরা

এর পর মাওলানা যিল্লুল বাসেত মিশকাতের কিতাবুল আদাব এর বাব হিফযুল লিসান ওয়াল-গীবত ওয়াশ-শাতম এর প্রথম ফাস্লের (পরিচ্ছেদ) অন্তর্ভুক্ত সহীহ মুসলিমে সংকলিত প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেন যার সরল বাংলা তরজমা হলোঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি জান 'গীবত' কাকে বলে? সাহাবীরা আদবের সাথে নিবেদন করলেন "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ সম্পর্কে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।" তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন "(গীবত হোল) তোমার ভাই সম্পর্কে (তার পিঠের পিছনে) এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।" রসূল (সাঃ) এর কাছে আরয করা হলো, "(আমার ভাই সম্পর্কে যা বলছি) তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে? " রসূলুল্লাহ (সাঃ) (তার জবাবে) বললেন, "(ভাইয়ের দোষ বা ত্রুটি সম্পর্কে) তুমি যা বললে তা যদি তার মধ্যে থাকে তবেই তো গীবত হলো। আর যদি তার মধ্যে এ ত্রুটি না থাকে তাহলে তো তুমি মিথ্যা অপবাদ ও কলঙ্ক রটালে।"

অতঃপর মাওলানা যিল্লুল বাসেত সাহেব মিশকাত-এর কিতাবুল ফিতান এর বাব ফী আখলাকিহী ওয়া শামায়েলিহী (সাঃ) এর প্রথম ফাসল (পরিচ্ছেদ) থেকে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় হাদীসগ্রন্থে সংকলিত জননী আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস পাঠ করে তার ব্যাখ্যা করেন। হাদীসটি হলোঃ জননী আয়েশা (রাঃ) বলেছেনঃ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দু'টো কাজের মধ্যে এখ্তিয়ার দেয়া হলে তিনি সর্বদাই দু'টোর মধ্যে যেটা সহজতর সেটাকে গ্রহণ করতেন যদি না সেটা গোনাহর কাজ হতো। আর যদি সেটার সাথে কোনভাবে কোন পাপ জড়িত থাকত তবে তিনি সে কাজ থেকে সকলের চেয়ে দূরে থাকতেন। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও নিজের জন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহ তা'আলার শানে হঠকারিতাপূর্ণ বা অপমানসূচক কিছু বলত বা

পুস্তিকা, প্রতিবেদন ও প্রচারপত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি সভাতে আরবিতে লিখিত এমন একটি প্রচারপত্র দেখান যা মক্কাকেন্দ্রিক রাবেতা আলম আল-ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিস থেকে এনকোয়ারি ও রিপোর্ট দানের জন্য রাবেতার ঢাকা অফিসে পাঠানো হয়েছিলো! গীবতে ভরপুর এই প্রচার তথা অভিযোগপত্রে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে 'আলেম কবির', 'খতীব শহীর' এবং মু'আল্লিম মশহুর' দাবী করার সাথে সাথে বলা হচ্ছে যে, তিনি 'ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। অথচ বাস্তব সত্য হলো যে, এই প্রচারপত্র লেখা (১২ই এপ্রিল, ১৯৯০) এর পুরো এক বছর আট মাস ঊনিশ দিন পর ১৯৯১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই ভদ্রলোক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর থিসিস জমা দেন এবং তারপর পরীক্ষকরা সেটা পরীক্ষার পর ১৯৯২ সালে মাত্র তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হয়। এই হলো এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দলটির সত্য কথনের নমুনা। ঠিক এমনিভাবে সভাপতি মহোদয়ের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার জন্য বিগত ১৩ই আগস্ট ১৯৯৬/২৭শে রবিউল আউয়াল, ১৪১৭ হিজরি তারিখে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের যৌথউদ্যোগে ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে 'শিক্ষা বিস্তারে মসজিদ পাঠাগার ও ইসলামী বুক ক্লাবের গুরুত্ব এবং কোরআন ও হাদীসে কৃষির উল্লেখ' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে মুহতারাম সভাপতি সাহেবের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করে এক 'লিফলেট' বের করা হয় যেখানে জমঈয়ত সভাপতিকে 'মীলাদের' সমর্থক হিসেবে প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। এর প্রতিবাদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গাজীপুর জেলা শাখার উপপরিচালক এক তাৎক্ষণিক প্রতিবাদলিপিতে অন্যান্যের মধ্যে মন্তব্য করেন : "প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৮৩ সালে আমি যখন রাজশাহীর বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রোগ্রাম মনিটর হিসেবে কর্মরত ছিলাম তখন স্বঘোষিত আমীর এবং তওহীদ ট্রাষ্ট প্রধান ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলের সহকারী হাউজ টিউটর ছিলেন। ১৪/১২/৮৩ ইং তারিখে মরহুম মাওলানা আকরাম খাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত 'মুসলিম

সমাজ ও মাওলানা আকরাম খাঁ' শীর্ষক আলোচনা সভায় আসাদুল্লাহ আল-গালিব একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেদিন তিনি মৃত্যুবার্ষিকী পালনকে বিদ'আত বলে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আপত্তি তুলেননি। বরং তিনি পরবর্তী সময়ে এরূপ আরও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য একাধিকবার আমাকে অনুরোধ করেন.....।' (এই অনুষ্ঠানে তোলা ছবি সকলকে দেখানো হয়)।

মুহ্তারাম সভাপতি সাহেব বলেন যে, তিনি এই সব 'সত্যবাদী' 'জামা'আত দরদী'দের সম্বন্ধে এতদিন কোন কথা বলেননি প্রধানত দু'টি কারণে : (১) এরা প্রায় সবাই কোনো-না-কোনোভাবে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক অনুগৃহীত হয়েছেন। 'স্বঘোষিত আমীর সাহেব'–এর কথাই ধরা যাক। তাঁকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগদান, প্রথমত, কমনওয়েলথ স্কলারশিপে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা এবং উপর্যুপরি দু'-দু'বার তাতে বিফল হবার কারণে শেষে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গবেষণা বৃত্তি প্রদান, তাঁর এক বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপক ছাত্রকে তার গবেষণা পরিচালক নিয়োগ এবং সর্বশেষে ভারত-পাকিস্তান ভ্রমনের জন্য 'স্টাডি গ্রান্ট' মনযুর তিনিই করেছিলেন। মুহতারাম সভাপতি সাহেব তাঁর স্নেহের গালিব সাহেবের দু'টো পত্রের কিছু অংশ সকলকে পড়ে শোনান। ৫/৪/৮৩ তারিখের পত্রে এই ভদ্রলোক যিনি পত্রের শেষে 'স্নেহের গালিব' বলে স্বাক্ষর করেছেন, লিখেছেন "গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঝাউডাঙ্গাতে U.G.C. scholarship এর কথা শুনেছিলাম মার্চেই advertise করবেন। কিন্তু হলো কই? এদিকে শুনেছি আপনার lien ফুরিয়ে যাওয়ায় নাকি সত্বরে আপনি পুনরায় এখানে Deptt. এ যোগ দিচ্ছেন। যাই-ই করেন আমাকে Ph.D. thesis দিয়ে তবে করবেন।"

আবার ১৫/৭/৮৪ তারিখে তিনি লিখেছেন, "বন্ধুদের কাছে জানতে পারলাম যে, শিক্ষামন্ত্রণালয়ে...selected candidate দের মধ্যে ৩০জন বাদ পড়েছে। তার মধ্যে আমিও একজন। আঘাতটা খুব তীব্রভাবে অনুভব করছি। সমস্ত U.K. Hongkong, Trinidad এর কোন University তেই কি আমার জন্য দুয়ার খোলা পাওয়া গেল না?

এক্ষণে আপনার নিকট অনুরোধ, যেভাবেই হোক আমাকে ঐ দু'জায়গার যে কোন একখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আপনি কোন ব্যাপারে عزم بالجزم করলে তা অবশ্যই আল্লাহর রহমতে পুরণ হয়ে থাকে, এ বিশ্বাস সকলেরই, আমারও। আল্লাহ আমাদের এ বিশ্বাস ও আস্থা অক্ষুন্ন রাখুন, এ দোআ করি।"

'স্নেহের গালিব' কি এ দোআ অন্তর থেকেই করেছিলেন? তাহলে এত বড় 'এহসান ফারামোশ কৃতঘ্ন তিনি কি করে হলেন?

সভাপতি মহোদয় জানান যে, অন্যান্যদের বিষয়েও এ রকম দলিলপত্র তার কাছে আছে তবে তিনি ওদের পর্যায়ে নিজেকে নামাতে প্রস্তুত নন। তিনি আল-কুরআনের বাণী: লা তুবতিলু সাদাকাতিকুম বিল-মান্নি ওয়াল আযা (তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং ক্লেশ দিয়ে নিজেদের সুকৃতি বরবাদ করোনা–আল-কুরআন:২:২৬৪) স্মরণ করে এতদিন সবর করেছেন এবং হয়ত আমৃত্যু তা-ই করে যেতেন যদি না জমঈয়তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা সীমালঙ্ঘন করত এবং জমঈয়তের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করত। এবং (২) তিনি সব সময় আশা করতেন যে, পথহারারা আবার পথে ফিরে আসবে এবং ঐক্যবদ্ধ জমঈয়ত এ দেশে তাওহীদ ও সহীহ হাদীসের আন্দোলনকে শক্তিশালী ও সুসংহত করবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাঁকে নিরাশ হতে হয়েছে বলে জমঈয়ত সভাপতি উপস্থিত নেতৃ ও কর্মীবৃন্দকে জানান। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান যে, ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসের ২৬ তারিখে আরব আমিরাতের দুবাইস্থ জমঈয়ত দারুল বির্ এর প্রতিনিধি বাংলাদেশী ভাই আনওয়ার কায়সারের অকৃত্রিম আগ্রহ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'আহলে হাদীস যুবসংঘের উপদেষ্টা পরিষদের 'আমীর' ও নায়েবে 'আমীর' জনাব মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং জনাব মুহাম্মদ আবদুস সামাদ সালাফী জমঈয়ত সভাপতি সাহেবের ৩৯ নং নিউ ইস্কাটন রোডস্থ তৎকালীন সরকারি বাসভবনে আগমন করেন এবং সেখানে জনাব

সভাপতি, জনাব কায়সার, জমঈয়তের দুই অন্যতম সহ-সভাপতি মরহুম আলহাজ্জ আব্দুল ওয়াহহাব ও ড: মুহাম্মদ আবদুর রহমান, জমঈয়তের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও শুব্বান বিভাগের তদানীন্তন পরিচালক জনাব এ. কে. এম শামসুল আলম ও দফতর সম্পাদক জনাব রফিকুল ইসলাম-এর মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা ধরে সফল আলোচনা শেষে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাঁচ দফার একটি সমঝোতা দলিল সর্বসম্মতভাবে স্বাক্ষরিত হয়। উপস্থিত সকলেই এতে স্বাক্ষর করেন এবং দলিলের ৩য় দফামতে, ২০শে জানুয়ারি, ১৯৯২ তারিখে তা আরাফাতের ৩৩ বর্ষ ২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সমঝোতা দলিলের দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ:

"(১) আমরা সকলে জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

(২) আমরা আমাদের মাঝে সংঘটিত সকল বিরোধ ও বিতর্ক ভুলে গেলাম এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। অতএব, আমাদের মধ্যে কেউই জমঈয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হবেন না।

(৩) আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধকারী ও ফলপ্রসূ এই আলোচনার ফল (সকলের অবগতির জন্য) আমরা ইন শা আল্লাহ প্রকাশ করব এবং বাংলাদেশের সকল সালাফী ভাইকে একতাবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাব।

(৪) সকল সালাফী তরুণ ও যুবক আজ থেকে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস নাম পরিগ্রহণ করে জমঈয়তে আহলে হাদীসের তত্ত্বাবধানে সীসেঢালা সুদৃঢ় প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাবে।

(৫) পূর্বের সকল বক্তব্য ও বিবৃতি যে পক্ষ থেকেই তা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে থাকুক না কেন, আজ থেকে তা অর্থহীন ও বাতিল বলে গণ্য হবে।"

পরম পরিতাপের কথা নেতৃত্বলোভীরা এ সমঝোতা ভেঙ্গে দিল। সভাপতি সাহেবকে আজ বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হচ্ছে কারণ তিনি জননী আয়েশা বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করছেন মাত্র। বাংলাদেশের সকল সালাফীদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান জমঈয়তে আহলে হাদীস যা বিগত অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে নিরলস ও নিরবচ্ছিন্নভাবে জামা'আতের খেদমত করে আসছে তার সুনাম রক্ষা করা এর প্রথম নম্বর খাদেম হিসেবে তাঁর পবিত্র কর্তব্য। তিনি সভাকে জানান যে, ১৯৬০ সালে যখন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আল্লামা মরহুম ইন্তিকাল করেন তখন জমঈয়তের কোন স্থাবর সম্পত্তি ছিল না। আলাউদ্দীন রোডের একটি ভাড়াটে বাড়িতে এর অফিস ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পর এ বাড়ির মালিকানা বদল হলে জমঈয়ত প্রায় নিরাশ্রয় ও রেফিউজি হয়ে পড়ে। সেসময় মরহুম আবদুল মাজেদ সরদার, মরহুম আলহাজ্জ আবদুল ওয়াহহাব, মরহুম মাওলানা আবদুর রহমান, মরহুম মাওলানা শামসুল হক এবং অন্যান্যদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার ফলে জমঈয়ত ধীরে ধীরে নওয়াবপুর রোড, যাত্রাবাড়ি এবং বাইপাইলে কিছু জমি খরিদ করে।

আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে ৯৮, নওয়াবপুর রোডে নিজ বাড়িতে এখন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় দফতর, জমঈয়তের প্রেস, যাত্রাবাড়িতে কেন্দ্রীয় মাদরাসা এবং বাইপাইলে কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানা অবস্থিত। এ সম্পত্তি নিয়েও জনগণকে প্রতারিত ও ভুল বুঝানোর অপচেষ্টা চলছে। প্রচার করা হচ্ছে যে, এ সকল সম্পত্তি সভাপতি মহোদয়ের ব্যক্তি মালিকানাধীন অথচ বাস্তব সত্য হলো, দীর্ঘ দুই দশক ধরে বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ বিভিন্ন পদে সমাসীন থেকে ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে যখন তিনি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন তখন তাঁর বাস করার জন্য কোন 'দারুল ইমারত' ছিলনা অথবা সমাজ ও জমঈয়তও তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।

ঢাকার শাহবাগ ইলাকায় পি,জি হাসপাতালের পিছনে ভাড়া করা এক ছোট্ট ফ্লাটে তাঁকে মাথা গুঁজতে হয় এবং তাঁর সারা জীবনের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ তাঁর লাইব্রেরি বিভিন্ন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে ভাগাভাগি করে স্থনান্তরিত করতে হয়। অথচ এই মানুষটিই আবার জমঈয়তের জন্য সাভারের অদূরের বাইপাইল মৌজায় যে বিরাট এলাকা খরিদ করে এখনও বুক দিয়ে আগলিয়ে রেখেছেন তাতে ইন শা আল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে একদিন একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে। এই পর্যায়ে ১৯৮৫ সালে রেজিস্ট্রিকৃত 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস চেরিটেবল ট্রাষ্ট' এর মূল দলিলটি তিনি সকলের নিকটে পেশ করেন এবং জনাব আবদুল মজিদ চৌধুরীসহ উপস্থিত সকল ভাইকে তা পরীক্ষা করে দেখার আহ্বান জানালে তাঁরা তা দেখে নিশ্চিত হন যে, জমঈয়তের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ এ ট্রাস্ট দলিলের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি আল-কুরআনের অমর বাণী "হে মুমিনগণ, যদি কোন দুস্কৃতিকারী ফাসিক তোমাদিগের নিকট কোন সংবাদ বহন করিয়া আনে, তবে তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যাহাতে (প্রকৃত বিষয় না জানিয়া) অজ্ঞতা বশত তোমরা কোন (ব্যক্তি বা) সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং (ফলে) পরবর্তীতে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" (আল-হুজুরাত : ৬) সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে মতলবী লোকদের অপপ্রচার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দান করেন।

শরী'আতে মুহাম্মাদীয়ার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন দল ও উপদলের উদ্ভব এবং চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে মাননীয় সভাপতি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়ার অমর গ্রন্থ মিনহাজুস সুন্নাহ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন, "এরা সকলেই মনে করে যে, এরাই শুধু হাক্ক পথে আছে এবং এরাই মাত্র সহীহ ও খাঁটি সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিতর্কিত মাসআলার পিছনে অবস্থান গ্রহণ করে এবং নেতৃত্ব লাভের উদগ্র কামনায় সে কথাই বলে যাতে তাদের 'আমীরী' ও 'সরদারী' বহাল থাকে।" শাইখুল ইসলাম আরও বলেছেন যে, প্রাথমকি

পর্যায়ে একটা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই হয়ত এরা আন্দোলন শুরু করে কিন্তু অতি সত্বরই তারা আত্মম্ভরিতা ও নেতৃত্বের ফাঁদে আটকে পড়ে। ফলে অন্যের ত্রুটি নির্দেশ এবং নিজেদের সাফাই গাইতেই তারা হয়ে পড়ে ব্যস্তসমস্ত। এই কাজে শয়তান তাদেরকে মদদ যোগায় এবং শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের সকল সুকৃতিকে বরবাদ করে ফেলে।

জমঈয়ত সভাপতি সাহেব গর্বের সাথে বলেন যে, জমঈয়তের একটি লিখিত গঠনতন্ত্র আছে যা অর্ধশতাব্দীরও পূর্বে মাতৃভাষা বাংলায় লিখিত হয়েছিল। এ ঐতিহ্য বাংলাদেশের ক'টা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার আছে তা গবেষণা করে নির্ণয় করতে হবে। আর এই গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ 'কালেমা তাইয়েবাকে মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সিকাফতী, তমদ্দুনী, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে রূপায়িত করিয়া তোলা–কে বাস্তবায়ন করাই জমঈয়তের পবিত্রতম কর্তব্য, দায়িত্ব ও আমানত। জমঈয়তের এই মূল লক্ষ্যের কথা আমাদের কোন কোন ভাই বেমালুম ভুলে গিয়ে জমঈয়তকে একটা দাতব্য, প্রকৌশলী বা 'ডেভেলপার' সংস্থা বলে ভুল করেন এবং অতীতের বিভ্রান্ত আরবদের কথার প্রায় প্রতিধ্বনি করে বলে বসেন : এটা আবার কেমনতর জমঈয়ত–এদের বড় বড় ফান্ড কই? নতুন নতুন প্রজেক্ট কই? আমাদের হোন্ডা-গাড়ি কই? (তুলনা করুন সুরা আল ফুরকান : আয়াত ৭ ও ৮)। অথবা তাঁরা বলে বসেন : কখনই তোমাদের সাথে সহযোগিতা করবনা যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য পানির নির্ঝর টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা কর অথবা আমাদের ভোগের জন্য আম কাঁঠালের বাগান বা নিদেন পক্ষে পাকা মসজিদের ব্যবস্থা কর (দেখুনঃ সুরা বানী ইসরাঈল : ৯০, ৯১) সভাপতি মহোদয় উপস্থিত ভ্রাতৃমণ্ডলিকে জিজ্ঞাসা করেন ইসলামের নবী ক'টি মসজিদের পাকা ইমারত তৈরি করেছিলেন? তাঁর মসজিদ–মসজিদে নববী কি রোদে পোড়া ইট ও খেজুর পাতা দিয়ে নির্মিত ছিলনা? কিন্তু তাক্ওয়া? তাঁর মসজিদ এবং আমাদের নির্মাণ করা মার্বেলে তৈরী, মীনার মিহরাব সজ্জিত মসজিদের মধ্যে কি এ বিষয়ে

কোন তুলনা চলে? অতএব, আমাদের ভাবতে হবে আমরা কি আমাদের আধা-পাকা মসজিদে জামায়াত, দীন, তাক্বওয়াকে সমুন্নত রাখব না কি লোক দেখানো পাকা মসজিদ তৈরি করব যেটা হবে 'খারাবুন মিনাল হুদা'– যেখানে ফজর ও এশার জামা'আত করাই হবে কষ্টসাধ্য?

জমঈয়ত সভাপতি মহোদয় উপস্থিত ভ্রাতৃমণ্ডলির কাছে সীমিত সাধ্যসত্ত্বেও বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে জমঈয়তের খেদমতে খালক কর্মসূচির উজ্জ্বল ঐতিহ্য তুলে ধরেন এবং ১৯৯২ সালে জমঈয়তের ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কনফারেন্স উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকায় প্রদত্ত (পৃঃ ৭৮–৮১) জমঈয়ত কর্তৃক নির্মিত মসজিদ, মাদরাসা, বাড়ীঘর ইত্যাদির তালিকা এবং জমঈয়তের সহায়তায় বসানো টিউব ওয়েলের তালিকা দেখার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাঁদের মনে করিয়ে দেন যে, সারা বাংলায় জমঈয়তের সহযোগিতায় নির্মিত ৩০ (ত্রিশ) টি পাকা মাদরাসা গৃহের মধ্যে পাঁচটি–এই মসজিদ সংলগ্ন, আল মা'হাদ আল ইসলামী, জামালপুর শহরের শেখের ভিটায় অবস্থিত মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস, মাদ্‌রাসা দারুল ইসলাম মোহাম্মাদীয়া, বল্লা, টাঙ্গাইল, আদর্শ রহমতে আলম মাদ্‌রাসা ইটনা, কিশোরগঞ্জ, নয়াপাড়া, কাজাইকাটা আমিনিয়া দারুল উলুম আরাবীয়া মাদ্‌রাসা, মেলান্দহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বল্লা জামা'আত এবং তাঁদের একক প্রচেষ্টায় নির্মিত আহলে হাদীস জামা'আতের বৃহত্তম মসজিদটির দৃষ্টান্ত পেশ করে তিনি সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন, নিজ নিজ সম্পদের উপর নির্ভর করে সাধ্যানুযায়ী সুন্দর ও সুপরিসর (পাকা বা আধাপাকা) মসজিদ নির্মাণ করা আমাদের জন্য বেশী গৌরব ও সাওয়াবের কাজ নয় কি? জুমুআর নামাযের পর মুসল্লী ভাইদের অনেকক্ষণ আটকে রেখেছেন বলে তিনি তাঁদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, জমঈয়ত কারও সম্পর্কে কুৎসা প্রচার করাকে ঘৃণা করে এবং সর্বদা সর্বতোভাবে তা পরিহার করে। তবে জমঈয়তের এই ভদ্র ও নীতিবাদী আচরণকে কেউ যেন

দুর্বলতা না ভাবেন–তাহলে তাঁরা চরম ভুল করে বসবেন। আঘাত আসলে জমঈয়ত প্রত্যাঘাত করবে। কিসাস ইসলামেরই বিধান। অতএব সকলে সাবধান হবেন বলে তিনি আশা করেন। তিনি সকল সালাফী ও মোহাম্মদী ভাইকে বিবাদ বিসম্বাদের অবসান ঘটিয়ে, সকল ভুল বোঝাবুঝির ইতি টেনে সকলকে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পাতাকাতলে সমবেত হয়ে কালেমা তাইয়েবা প্রতিষ্ঠার এই একমাত্র আন্দোলনে শরীক হয়ে স্ব-স্ব সাধ্যানুসারে অবদান রাখার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জমঈয়তে আহলে হাদীস কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান নয়, এখানে কারও বায়'আত করতে হয়না, এখানে কারও অন্ধ আনুগত্য বা তাকলীদ করতে হয়না। এটি মুক্তবুদ্ধি, তাওহীদপন্থী, গণতন্ত্রমনা সকল সালাফীদের আমানত একটি আদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। যারাই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আস্থাবান হবেন তাদের সকলের জন্য এর দ্বার সদা উন্মুক্ত। তিনি ধৈর্য ধরে এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

অতঃপর মাওলানা যিল্লুল বাসেতের নেতৃত্বে জামা'আত ও জমঈয়তের ঐক্য ও সংহতি এবং সকলের সার্বিক কল্যাণের জন্য দো'আর মাধ্যমে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।